ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-১৪৯৫

বিশালগড়,৫ অক্টোবর,২০২৪

বিশ্রামগঞ্জ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন

গ্রামীণ এলাকায় উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

গ্রামীণ এলাকায় উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। গ্রামীণ এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কাছেও শহরের মতো শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলা ও গুণগত শিক্ষার প্রসারকে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। আজ বিশ্রামগঞ্জ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি ছাত্রছাত্রীরই কোনও না কোনও বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সেই দক্ষতা অনুধাবন করে তাদেরকে মনের মত করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই তারা বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠবে। উল্লেখ্য, নবনির্মিত বিশ্রামগঞ্জ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭০০ ছাত্রছাত্রী বসার মতো একটি অডিটোরিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। ১৪টি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। তাছাড়া স্টাফ রুম, লাইব্রেরি, কম্পিউটার রুম, অঙ্ক, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যার ল্যাবরেটরি, প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালের কক্ষ এবং অফিস রুম রয়েছে। নতুন ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮ কোটি টাকা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, পড়াশুনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলা, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, যোগাসন এই বিষয়গুলির চর্চা করতে হবে। মনে রাখতে হবে বাস্তব জীবনে পড়াশুনায় যেমন ভালো ফল করতে হবে, তেমনি আদর্শ মানুষ হিসেবেও নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। রাজ্যে শিক্ষা পরিকাঠামোর এবং ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ সুবিধার কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুপার ৩০ মুখ্যমন্ত্রী ম্যারিট অ্যাওয়ার্ড, ভিশন মুকুল, বিদ্যাসেতু প্রভৃতি নানা প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রচেষ্টায় ৩০ বছর পরে দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৫ হাজার ৩০০ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় উৎসাহিত করতে তাদের বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা এবং পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বর্তমানে তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজ্যপাল তথা রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল বিশ্রামগঞ্জের মতো জায়গায় উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলা। এই বিদ্যালয় ভবনটির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ করছে। এই সুযোগ ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণ করতে হবে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি বলেন, এলাকার অভিভাবকদেরও দায়িত্ব রয়েছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে গর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার।

*****